আজকের কাগজ ১১৭

তারিখ 01 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পরীক্ষায় 'নকল' সমস্যা সমাধানে

জাতীয় ভবিতব্যতা

মুহাম্মদ জাকির হোসেন

এ কথা প্রায় সর্বৈব সত্য যে, বাঙালিরা অনুকরণ প্রিয়। সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রথা, পোশাক-আশাক, কাজ-কর্মে বাঙালির অনুকরণ প্রিয়তা স্বতঃসিদ্ধ। বাঙালির ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাকরণিক ঘটনাবলী দৃকপাত করলে এদের অনুকরণীয় ভঙ্গিমা, অনুকরণবৃত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য; শুধু বাঙালিই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে বর্ণ, গোত্র ও জাতিতে এ সাহজিক চেতনা দৃষ্ট। 'অনুকরণ' এবং 'নকল' শব্দ দু'টি সমার্থক বটে, একার্থক নয় দু'টির অর্থ আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য বিশেষে বৈপরীত্যে কম জোরালো আসল যখন এর আসলত্ব (originality) হারায়, নকলের প্রশ্ন তখনই সচকিত। কথায় আছে, 'পাঁচ নকলে আসল খাস্ত, সাত নকলে আসল ভেস্ত'।

নকল আমাদের সমাজে এক বৈনাশিক দুর্নীতি। বিশেষ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকলের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কতো কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ দুর্নীতি দেশ ও জাতিকে কাল পরম্পরায় মেধাশূন্য পরিণত করছে। পরীক্ষায় অবাধে নকল চলার কারণে সত্যিকার জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানশীলনের প্রতি ছাত্ররা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। নকল প্রবণতা ছাত্রদের রক্তে, মাংসে, মজ্জায়, মগজে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্র মাত্রই শুধুমাত্রই নকলকে পরবর্তী পরীক্ষা পাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে মনে করে এক্ষেত্রে তাদের ভরসা বাজারের বস্তাপচা কিছু গাইড ও নোট বই তথা শিক্ষক ও প্রশাসনের নমনীয়ভাব। নকলের প্রতি ছাত্র-ছাত্রিদের ঝোঁকটাই বাতিক। পরীক্ষা কক্ষে কিভাবে, কোনো পদ্ধতিতে প্রশাসনের, শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নকল করে পাস করা যাবে এটা এখন মফস্বল ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবনা। নকলে সফলতা লাভের আশায় তারা নকল পদ্ধতির কৌশলগত দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার অনেক আগেই বিশেষ ট্রেনিং বা তালিম নিয়ে থাকে। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাসের নয় বরং অনভ্যাসে নকল হ্রাসের আশংকাই মফস্বলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল।

১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত দেশের বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ধীন সকল পরীক্ষাই নকলমুক্ত ছিলো। '৭৯ সালে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রবণতার যে বীজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বোনা হয়েছে- এর ধারাবাহিকতা আজো বিদ্যমান; ফলে, মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে নকলকে নির্মূল, নির্বংশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এখনো। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে নকলমুক্ত করার জন্যে ফি বছর একাধিক নতুন নতুন আইন, ডিক্রি জারি করা হলেও শহর এলাকা ব্যতীত মফস্বলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা প্রহসনেই রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে নকলের বিষবাষ্প বেড়ে গেছে কয়েকগুণ; আর এ জন্যে প্রথমত সরকারের সদিচ্ছাকেই দায়ী করবো। কাগজ-কলমে নকল রোধ করার নানান কালা-কানুন জারি সরকারের লৌকিকতা মাত্র। লৌকিক এ সব নির্দেশ, ডিক্রি কিংবা আইনের আড়াল, আবডালে লুকায়িত রয়েছে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার প্রশ্নে সরকারের অলিখিত নমনীয়তা। নকল রোধে জেলা, থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে বাহ্যত কড়া নির্দেশ সরকারি উচ্চ কক্ষ থেকে দেয়া হলেও গোপনে গোপনে টেলিফোনে দেয়া 'অন্যরকম' কিংবা 'ভিন্নরকম' নির্দেশ পালনেই সংশ্লিষ্টদের তৎপর হতে দেখা যায়। সরকার পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবাধে নকল করার যে সুযোগ দিচ্ছে তা সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির (সরকার যদি এটা মনে করেন) অনুঘটক হিসেবে আপাতত কাজ করলেও পরে তা সরকারের জন্যেই বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে না এ কথা ভাবা অবান্তর; কেননা পরীক্ষায় নকলের কারণে প্রচুর পরিমাণে পাস করা ছাত্র-ছাত্রী বেকারত্বের বোঝা নিয়ে সরকারের গায়েই বাদুর ঝোলা ঝুলবে। সরকারের জন্যে এটা হিতে অহিত বৈকি।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের যে শিক্ষার্থী ইংরেজিতে নিজের নাম বা পিতার নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না, সেও পরীক্ষায় স্টার মার্ক নিয়ে পাস করে থাকে। এক্ষেত্রে ভালো ছাত্র এবং খারাপ ছাত্রের মধ্যে তফাৎ খুঁজে বের করার দুষ্কর। তার উপর মাধ্যমিক পর্যায়ের অবজেকটিভ সিস্টেম ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা খেয়েছে।

১৯৭৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন কিংবা ১৯৭৫ সালের 'ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর রিপোর্ট মোতাবেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালে পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ করা হয়তোবা সম্ভব হতো; বলা বাহুল্য, 'ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর রিপোর্ট পাকিস্তান ঘেষা সরকারগুলো একগুঁয়েমির কারণে আজো বাস্তবায়নের আলোর মুখ দেখেনি; শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গত কারণেই চলে এসেছে বন্ধ্যাত্ব।

পরীক্ষায় দুর্নীতি করে পাস করা ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তি, সমাজ জীবনে মেধার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এতদ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে মেধাশূন্য রাজনীতি, প্রশাসন অদক্ষতার জঙ্গিসে আক্রান্ত। লেখা-জোকায়, জরুরি মুসাবিদায় রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তিদের ভুল হয়ে থাকে হরহামেশা। সম্প্রতি বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার লেখা চিঠিগুলোর অক্ষমাই ভুলগুলোই এর সদার্থক সাক্ষ্য বহন করে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক শীর্ষ স্থানীয় কর্তা বাবুদের বিদ্যের দৌড় যে কতটুকু তা দেশবাসীর আগে এতো ভালো করে জানা না থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর চিঠি তা ভালো করেই সর্বসাধারণকে জানাতে পেরেছে এবার।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে জাতিগত দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের কারণে প্রায় প্রতিদিনই বহুলোক মারা যাওয়ার খবর শ্রুত হলেও এসব দেশের শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষায় নকল করতে না দেয়ায় কোনো শিক্ষক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার কথা কারুর জানা নেই। অনেক জটিল সমস্যা, সহিংসতা থাকার পরও এসব দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাসমুক্ত; পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো নকলমুক্ত। ফলে শিক্ষার সমষ্টিক গুণগত মান বিচারে ওসব দেশের তুলনায় আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি তা বিচার্য। পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধ নকল করার সুযোগ দিয়ে সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের বাহবা কুড়াচ্ছে; আর বারোটা বেজে যাচ্ছে শিক্ষকদের মান-সম্মান ও অবস্থানের। মফস্বল এলাকায় পরীক্ষা ঘনিয়ে আসলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে 'বিশেষ এক ধরনের দোয়া' যাচনা করে; আর এই দোয়া মানে যে সেই দোয়া নয় এটা ভুক্তভোগী শিক্ষকরাই ভালো জানে না বাড়তি অবৈধ সুযোগ নেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে মফস্বলের পরীক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে এ বিশেষ দোয়া কামনা করার পাশাপাশি বাজারের চটি নোট বই কেটে-কুটে সাইজ করে প্রস্তুতি পর্বের কাজ শেষ করে। যে সকল শিক্ষক এ বিশেষ দোয়ার লাইসেন্স না দেয়ার পক্ষে কিংবা যাঁরা এ জাতীয় দোয়া বছর বছর নবায়নের বিপক্ষে তাঁরা ছাত্রদের রুদ্ররোষের শিকার হন; ক্রমশ হয়ে ওঠেন ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাগভাজন; স্বীয় পেশাগত পদবীর আগে হারিয়ে যায় 'জনপ্রিয়' নামক ইমেচিউরড শব্দটি। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করতে না দেয়ার কারণে ছাত্রদের হাতে প্রাণ দিতে হয় নীতিবান অনেক শিক্ষককে। লাঞ্ছিত হতে হয় মাস্টারম্যান শিষ্যের অপঘাতে। আর যে সকল শিক্ষক পরিস্থিতিগত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার ব্যাপারে শ্যাম রাখি না কুল রাখি পন্থা অবলম্বন করে মধ্যম পুরুষ বনে যান কিংবা যাঁরা পরীক্ষার কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল করার সুযোগ দেন, পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের মেকি আদাপ-সালামের বাড়াবাড়িতে তারা তুষ্ট হলেও পরীক্ষা শেষে বিপরীত পক্ষ থেকে তাদের এ কদরের কথা লক্ষণীয়।

মামলায় জয়ী হওয়া মক্কেল তার উকিলের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌজন্যতাবোধ হারিয়ে ফেললে উকিলের যে মানসিক অবস্থা হয়, শিক্ষকের অবস্থাও হয় তদ্রুপ। নকলের মাধ্যমে পরীক্ষায় পার পেয়ে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের মান মর্যাদা হিমাংকের নীচে নেমে আসে।

পরীক্ষা কেন্দ্রকে নকল ও দুর্নীতিমুক্ত করার মগজে বর্তমান সরকার ভিজিল্যান্স টিম, বহিরাগত পরিদর্শক (Posted invigilator) ..... ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এ যাবত সরকারের কোনো ব্যবস্থাপত্রই নকল নামক রোগের বিস্তার রোধ করতে পারেনি। সরকারের এ ব্যর্থতা পুরো জাতিকে অনিশ্চয়তা ও হতাশায় ঠেলে দেয়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকেও করছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ভবিতব্যতা সম্পর্কে সরকার, সচেতন শিক্ষক এবং এলিট শ্রেণীর মানুষকেই ভাবতে হবে; বিপরীতে সমাজ জীবনে নেমে আসবে দীর্ঘ কালো গ্রহণ- অন্তর্গত রক্তের ভেতর প্রবাহিত হবে 'নক' নামের তাইরাসটি।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন : কলাম লেখক।